রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব এক অসম্ভবের খোঁজে

শুভ কিবরিয়া

'অন্য মানুষদের সঙ্গে কবিদের তফাৎটা কি জান? বিধাতার নিজের হাতের তৈরি শৈশব কবিদের মন থেকে কিছুতে ঘোচে না– কোনোদিন তাদের চোখে বুড়ো হয় না, মন বুড়ো হয় না, তাই চির নবীন এই পৃথিবীর সঙ্গে তাদের চিরদিনের বন্ধুত্ব থেকে যায়– তাই চিরদিনই তারা ছোটদের সমবয়সী হয়ে থাকে।'

এই চিরকালীন নবীনত্ব আর কবিত্ব নিয়ে পুরো ৮০ বছর বেঁচে ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১)। রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব আর জীবন-ভাবনার এইসব ভক্তদের অনেকের সঙ্গে ছিল তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। মনের টানে ভাবের পানে চেয়ে কবিগুরু জীবনকে এক অসম্ভব নবীনত্বর ঝরনায় তাজা রেখেছিলেন চিরকাল। সেই চিরসবুজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশী-বিদেশী বন্ধুদের মধ্যে একজন কিশোরী খুব বড় জায়গা দখল করে নেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে অসম্ভব পছন্দ করতেন এই কিশোরীকে। পুরো রবীন্দ্র পরিসরের এক বড় পরিবারে জন্মেছিলেন এই কিশোরী। প্রীতি বা রাণু নাম নিয়ে। বাবা ফণিভূষণ অধিকারী আর মা সরযুবালার তৃতীয় কন্যা রাণু অধিকারী, পরবর্তীকালে লেডি রাণু মুখোপাধ্যায় নামে খ্যাতিমান রবীন্দ্র ভক্ত এবং রবীন্দ্রবন্ধু এই কিশোরীর সঙ্গে জমে উঠেছিলো রবীন্দ্রনাথের দারুণতম পত্রালাপ। সংগীতজ্ঞ, রবীন্দ্র অনুরাগী, দার্শনিক, ফণিভূষণ অধিকারী বেনারস হিন্দু য়ুনিভার্সিটির দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। সরযুবালা ছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্যপ্রীত এবং দীক্ষা পাওয়া মানুষ। অল্প বয়সে পারিবারিক প্রভাবেই প্রীতি বা রাণু রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা পড়ে ফেলেন। রাণু মুখোপাধ্যায় (১৯০৬–২০০০) রবীন্দ্রসাহিত্যের মুগ্ধতায় অপার বিস্ময়ে নানা প্রশ্ন নিয়ে কবি-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিঠি লিখতে শুরু করেন। প্রথম চিঠিটি লেখেন বাংলা (জুলাই ১৯১৭) ১৩২৪ সালের শ্রাবণ মাসে। চিঠিতে তাঁর ঠিকানা ছিলো, কিন্তু নিজের পোশাকি নাম ও পদবির উল্লেখ ছিলো না– প্রযত্নে বাবার নামও ছিলো না। কিন্তু এক কিশোরীর লেখা (যখন তার বয়স ১১ বছর) এই চিঠি শুধু বিষয়বস্তু এবং লেখিকার রচনা পদ্ধতির কারণেই রবীন্দ্রনাথ যত্নসহকারে চিঠিটি সংরক্ষণ করেছিলেন এবং খুবই গুরুত্ব সহকারে উত্তরও দিয়েছিলেন। প্রথম চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে রাণু লিখেছেন, সম্বোধন করছেন 'প্রিয় রবিবাবু' বলে। জুলাই ১৯১৭ (শ্রাবণ ১৩২৭)-এ লেখা চিঠির শুরুটা এরকম–

"প্রিয় রবিবাবু

আমি আপনার গল্পগ্রন্থের সব গল্পগুলো পড়েছি আর বুঝতে পেরেছি, কেবল ক্ষুধিতপাষাণটা বুঝতে পারিনি। আচ্ছা সেই বুড়োটা যে ইরানী বাঁদীর কথা বলছিল, সেই বাঁদীর গল্পটা বলল না কেন? শুনতে ভারী ইচ্ছে করে। আপনি লিখে দেবেন। হ্যাঁ?"

রবীন্দ্রনাথকে লেখা এই ১১ বছর বয়সী কিশোরীর প্রথম চিঠির শেষটা এরকম, "... আমার আপনাকে দেখতে খু উ উ উ উ উ উ উব ইচ্ছে করে। একবার নিশ্চয় আমাদের বাড়িতে আসবেন কিন্তু। নিশ্চয় আসবেন কিন্তু। না এলে আপনার সঙ্গে আড়ি। আপনি যদি আসেন তবে আপনাকে আমাদের শোবার ঘরে শুতে দেব। আমাদের পুতুলও দেখাব।"

২.

সাতান্ন বছর বয়স চলছে তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। ১১ বছর বয়সী কন্যাসম এই কিশোরীর চিঠির উত্তর দিচ্ছেন তিনি অপার যত্নে। ১৯ আগস্ট ১৯১৭ (৩ ভাদ্র ১৩২৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যুত্তর–

"কল্যাণীয়াসু

তোমার রাণু নামটি খুব মিষ্টি– আমার একটি মেয়ে ছিল, তাকে রাণু বলে ডাক্‌তুম, কিন্তু সে এখন নেই। যাই হোক্ ওটুকু নাম নিয়ে তোমার ঘরের লোকের বেশ কাজ চলে যায় কিন্তু বাইরের লোকের পক্ষে চিঠিপত্রের ঠিকানা লিখতে মুস্কিল ঘটে। এতএব লেফাফার উপরে তোমাকে কেবলমাত্র রাণু বলে অভিহিত করাতে যদি অসম্মান ঘটে থাকে তবে আমাকে দোষ দিতে পারবে না। বাড়ীর ডাক নামে এবং ডাকঘরের ডাক নামে তফাৎ আছে যদি ভবিষ্যতে চিঠি লেখো তবে সে কথাটা মনে রেখো।"

১৪ বছর আগে ক্ষয়রোগে মারা গেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম কন্যা রেণুকা (১৮৯১–১৯০৩)। সেই শোকস্মৃতি হয়তো কবির হৃদয়ে নতুন করে ভেসে উঠে এই রেণুর প্রথম চিঠি পেয়ে। ১৯১৭ সালে যখন তিনি প্রথমবারের মতো চিঠি লিখছেন কিশোরী রাণু অধিকারীকে তখন প্রতিউত্তর হিসেবে তার শেষটা এইরকম–

"এই দেখ না কেন, খুব শীঘ্রই তোমার চিঠির জবাব দেব বলে ইচ্ছা করেছিলুম কিন্তু এমন হতে পারত তোমার চিঠি আমার ডেস্কের কোণেই লুকিয়ে থাকত এবং কোনোদিনই তোমার ঠিকানা খুঁজে পেতুম না।

যেদিন বড় হয়ে হয়ে তুমি আমার সব বই পড়ে বুঝতে পারবে তার আগেই তোমার নিমন্ত্রণ সেরে আস্‌তে চাই। কেননা যখন সব বুঝবে তখন হয়ত সব ভালো লাগ্‌বে না– তখন যে ঘরে তোমার ভাঙা পুতুল থাকে সেই ঘরে রবিবাবুকে শুতে দেবে।"

৩.

রাণু মুখোপাধ্যায় এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে একটা বড় জায়গা জুড়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথকে চিরন্তন সাতাশ বছর বয়সী যুবকের কল্পনায় টেনে আনে রাণু। ভাবে ভাবনায় চিরন্তন সাতাশ বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথকে কল্পনার রঙে মাধুরী টেনে ভালোবেসে ফেলেন রাণু মুখোপাধ্যায়।

পত্রালাপের এক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয় তার। রবীন্দ্রনাথের কোলকাতার বাড়িতে রাণু মুখোপাধ্যায় দেখা করেন তার কল্পনার রবীন্দ্রনাথকে। যেদিন তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন তার পরের দিনই ৩২ বছর বয়সী রবিঠাকুরের বড় কন্যা মাধুরীলতা (বেলা) দীর্ঘ রোগ ভোগে মারা যান। কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ এরপর রাণুর সঙ্গে দেখাও করেন নিজ উদ্যোগে। কন্যাহারা শোকের মাঝে রাণু খুব বড়

আশ্রয় হয়েই দেখা দেন তার জীবনে। ২৭ জুলাই ১৯১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক চিঠিতে রাণুকে লেখেন, *"আমার খুব দুঃখের সময়ই তুমি আমার কাছে এসেছিলে; –আমার যে মেয়েটি সংসার থেকে চলে গেছে সে আমার বড় মেয়ে; শিশুকালে তাকে নিজের হাতে মানুষ করেছি; তার মত সুন্দর দেখতে মেয়ে পৃথিবীতে খুব অল্প দেখা যায়। কিন্তু সে যে মুহূর্তে আমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল সেই মুহূর্তেই তুমি আমার কাছে এলে– আমার মনে হল যেন এক স্নেহের আলো নেববার সময় আর এক স্নেহের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।"*

রবিঠাকুরের সেই অপার স্নেহ কিশোরী রাণুকে তার ভাবনার জগতে বহুবিধ রঙিন খেলা খেলবার সুযোগ করে দিয়েছে। ১৩ বছর বয়সী রাণু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিঠি লিখছেন 'প্রিয় রবিবাবু' শিরোনামে– এক সময় তা প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতায় বাঁক নিচ্ছে "প্রিয় রবিদাদা", "ভানুদাদা" তে। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রাণুর মানসপটে রবীন্দ্রনাথ এক অন্যরকম জায়গা জুড়ে নিচ্ছেন। বাংলা ১৩২৫ সালের আশ্বিনে (ইংরেজি ১৯১৮র অক্টোবরে) রাণু মুক্তেশ্বর থেকে রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন,

"আদরের ভানুদাদা,

আপনি যেমন সুন্দর তেমনি আপনার মনও সুন্দর তাই আপনি সুন্দর সুন্দর কথা বলতে পারেন। না? আপনাকে আমার আদর দিচ্ছি। চুমুও।

রাণু॥

৪.

কিশোরী রাণুর মানসপটে তখন অন্যরকম রবীন্দ্রনাথ ঠাঁই নিচ্ছেন। বালিকা রাণুর ভাবনার জগৎ জুড়ে পুরোটাই রবিঠাকুর, তার প্রিয় ভানুদাদা। এ সময় রবিঠাকুরকে লেখা চিঠির শেষাংশে থাকত 'আপনার জন্য আমার মন কেমন করে' বাক্যটি। আজ থেকে একশ' বছর আগে সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে অনুভব করা যায় এ বাক্যটির অন্যরকম মর্মার্থ। নভেম্বর ১৯১৮তে রাণু লিখছেন রবিঠাকুরকে–

"আদরের ভানুদাদা,

আমি আজকাল শিশু মহাভারত প্রায় বলতে গেলে পড়িই না। আমাদের ইংরেজী বইটাতো ভালো; আমি সেইটা পড়ি। আমি রোজ সন্ধ্যেবেলা এস্রাজ বাজাই। আমি এখানে এখনও একটাও গল্প লিখিনি। এখানে যে কোনো লোক নেই গল্প বল্‌বার। হিন্দুস্থানী সেই দুটো গল্প আমি আপনাকে কাল পাঠিয়ে দেব। আমি আপনার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী নিশ্চয় হব। তখন আমি আপনার সব জঞ্জাল পরিষ্কার করে দেব। আর আপনাকে এমন সুন্দর সাজিয়ে দেব যে আপনাকে পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দর দেখাবে। আপনি চুল কাটবেন না। আমি কাল স্বপ্ন দেখলাম যেন আপনি ট্রেনে কোরে বিলেতে যাচ্ছেন। আর সেই ক্যারেজটা যেন বাড়ীর ঘরের মত। আমার আপনার জন্যে মন কেমন করে। আমি আপনাকে চুমু দিচ্ছি।

রাণু॥

১৯২৪ সালে রাণু ১৮ বছর বয়সী সোমত্ত নারী, অন্তত সেকালের বিবেচনায়। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনে ঠাঁই নিয়েছেন কল্পনার পুরুষ হিসেবে। বিবাহযোগ্যা এ কন্যার বিবাহ নিয়ে বাবা মাও উৎকর্ণ। কিন্তু রাণু তখন অন্য জগতে। চারপাশে নানা কানাঘুঁষা। অনেক প্রণয়প্রার্থীও প্রস্তুত রাণুর জন্য। কিন্তু রাণুর কল্পনা আর ভাবনায় তখন এক পুরুষ "রবীন্দ্রনাথ"। সামাজিক কারণে, কিছুটা নিজের অর্বাচীনতায় বিব্রত রবীন্দ্রনাথ। চিঠি লেখাও কমিয়েছেন। মাসখানেক ধরে চিঠি না পেয়ে উতলা রাণু লিখছেন রবীন্দ্রনাথকে বেনারসের পিতৃালয় থেকে নভেম্বর ১৯২৪ এ–

"ভানুদাদা,

ভানু দাদা, আপনার একটুখানি হাতের লেখা দেখ্‌তে আমার ভারী ইচ্ছে করে। আপনি যখন আমার চিঠি পাবেন তখন কত শত শত লোকের মাঝে আপনি। আমি আপনার কে ভানুদাদা যে আপনি তখন আমাকে মনে করবেন? আমি সে আশাও করি না। কিন্তু যদি কোনদিন রাত্তিরবেলা অন্ধকারে শুতে গিয়ে আমার একটাবারও মনে পড়ে ভানুদাদা তাহলে এক লাইনের একটা ছোট্ট চিঠি দেবেন ভানুদাদা যে সেদিন আমাকে মনে হয়েছে আপনার। আমি আপনার কে ভানুদাদা? আমি আপনার বন্ধুও নই; আর কেউ জান্‌বেও না,

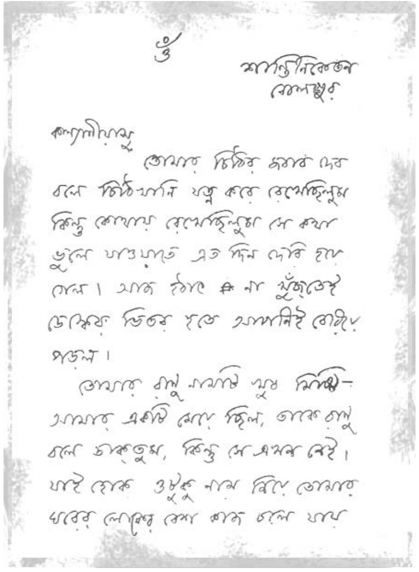
ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠির জবাব দেব বলে চিঠিখানি যত্ন করে রেখেছিলুম কিন্তু কোথায় রেখেছিলুম সে কথা ভুলে যাওয়াতে এত দিন দেরি হয়ে গেল। আজ হঠাৎ না খুঁজতেই ডেস্কের ভিতর হতে আপনিই বেরিয়ে পড়ল।

তোমার রানু নামটি খুব মিষ্টি– আমার একটি মেয়ে ছিল, তাকে রানু বলে ডাকতুম, কিন্তু সে এখন নেই। যাই হোক ওটুকু নাম দিয়ে তোমার ঘরের লোকের বেশ কাজ চলে যায়

রাণু মুখোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম পত্রের একটি পৃষ্ঠার পাডুলিপিচিত্র

ভানুদাদা। আমাকে পথের মাঝখান থেকে আপনি একদিন কুড়িয়ে নিয়েছিলেন, তারপর যেই আপনার একটু খারাপ লাগ্‌ল পথেই ফেলে দিয়ে গেলেন। ভানুদাদা– আমি কি বলব? ভালোবাসার কি একটা দাবী নেই!...

ভানুদাদা, আমি এত দোষ করেছি যে আপনাকে আমি আর ভালোবাস্‌তে পাব না? ভানুদাদা, আপনিই তো কতবার বলেছেন যে আমাদের সত্যিকারের বিয়ে হয়ে গেছে। ...ভানুদাদা, সেসব হয়ত আপনার জীবনের একটা খেলার পালা কিন্তু আমার তা নয়। নয়, একেবারে নয়। এ যদি আমার জীবনে মিথ্যে হয় ভানুদাদা তাহলে পৃথিবীতে সত্য কাকে বলব?... আমি কাউকেই বিয়ে করবো না– আপনার সঙ্গে ত বিয়ে হয়ে গেছে। ভানুদাদা, আপনি হয়ত মান্‌বেন না কিন্তু আমি মানি। আপনি আমাকে নাই ভালোবাসলেন। আপনি আমাকে নাই চিঠি দিলেন কিন্তু আমি তো মনে মনে জান্‌ব যে একদিন আমি ভানুদাদার সমস্ত আদর পেয়েছি। আমার সমস্ত শরীর ছেয়ে যে আদর আমার মনকে ভরে দিয়েছিল সে ভাবনাটুকু কেড়ে নেবার সাধ্য এ পৃথিবীতে কারুর নেই ভানুদাদা আপনারও না।

...আপনার জীবনে অনেক নতুনত্বের মধ্যে এ হয়ত একটা খেলা কিন্তু ভানুদাদা আমি যে আপনাকে ভারি ভালোবাসি ভানুদাদা। আমার রূপ নেই গুণ নেই কিন্তু আমার মতন কেউ কখন আপনাকে ভালোবাস্‌তে পারবে না। চাই না চাই না আমি প্রতিদান। একদিন ত পেয়েছিলুম একদিন ত আপনাকে ভালোবাসতে পেয়েছিলুম, ভানুদাদা, সে কথা ভাবতেই আমার এমন বুকে কষ্ট হয় কিন্তু তবু কেবলি বার বার ভাবতে ইচ্ছে করে। ভানুদাদা, মাঝে মাঝে বড় কষ্ট হয়।"

৫.

রাণুর জীবন তছনছ করা ভালোবাসার কষ্ট তাকে উতলা করেছে, বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে কিছুটা উদ্ভ্রান্তও করেছে– কিন্তু শেষতক রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে তার সুপরিণতিও ঘটেছে। পরবর্তীতে বিবাহিত জীবনে রাণু সুখী ছিলেন। রাণু মুখোপাধ্যায় পরে লেডি রাণু মুখার্জীও হয়েছিলেন। কিন্তু এই ঘটনা রবীন্দ্রনাথকেও নাড়া দিয়েছিল প্রচুর। রাণুর সর্বগ্রাসী প্রেম রবীন্দ্রনাথ টের পেয়েছিলেন। সতর্ক করতেন মাঝে মাঝে চিঠিতেও। ভালোবাসা যখন বন্ধনে পরিণত হবার উপক্রম তখন রবীন্দ্রনাথ রাণুকে লিখেছেন *"আমি ভেতরের সৌন্দর্যকে সব চেয়ে ভালবাসি– যাদের স্নেহ করি তাদের মধ্যে সেই সৌন্দর্য্যটি দেখবার জন্যে আমার সমস্ত মনের তৃষ্ণা। মেয়েদের মনে এই সৌন্দর্য্যটি যখন দেখা যায় তখন তার আর তুলনা কোথাও থাকে না। কিন্তু মেয়েরা যখন কেবল সংসারে জড়িয়ে থাকে, সব তা'তেই কেবল আমার আমার করে, নিজের ছোট ছোট সুখ দুঃখকে নিয়ে পৃথিবীর সব মহৎ লক্ষ্যকে আড়াল করে রাখে, যখন তারা বড় চেষ্টার বাধা, বড় তপস্যার বিঘ্ন হয়ে কেবলমাত্র লোকের মন ভোলানোকেই নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে রাখে তখন বাইরে তাদের যতই সৌন্দর্য্য থাক্ সে সৌন্দর্য্য মায়া মাত্র, সে সৌন্দর্য্য সত্য নয়।"*

৬.

রাণু মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক অসম্ভব আনন্দময় বন্ধুত্বের উষ্ণতা ছড়িয়েছিলেন। দু'জনের লেখা ক শতাধিক চিঠির খোঁজ পাওয়া গেছে। রবীন্দ্রনাথের ২৪ খন্ডের চিঠিপত্রে সেসবের ঠাঁইও মিলেছে। এক অসাধারণ আনন্দময় অনিন্দ্যসুন্দর অনুভবের পরশ আছে সেসব চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথের অনেক ব্যক্তিগত অনুরণন আছে এসব চিঠিতে। যদিও রাণুর কাছেই রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ আছে তীব্রতর। ১৯২৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর কলম্বো থেকে লেখা একটা অসাধারণ চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাই লিখছেন–

"কোনো মেয়েই আজ পর্যন্ত সেই সত্যকার আমাকে সত্য করে চায়নি– যদি চাইত তাহলে আমি নিজে ধন্য হতুম; কেন না মেয়েদের চাওয়া পুরুষদের পক্ষে একটা শক্তি। সেই চাওয়ার বেগেই পুরুষ নিজের গূঢ় সম্পদকে আবিষ্কার করে।"